



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

এবং

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২১ - জুন ৩০, ২০২২

সূচিপত্র

আঞ্চলিক / জোনাল অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: আঞ্চলিক / জোনাল অফিসের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: আঞ্চলিক / জোনাল অফিসের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	১৩
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১৪
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৫
সংযোজনী ৪-৮: সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনাসমূহ	১৬

আঞ্চলিক / জোনাল অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড বিগত ৩ (তিন) অর্থবছরে (২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১) মোট ৬৬,২৮,০০০ মে.টন জ্বালানী তেলসহ বিশ্বখ্যাত বিপি এবং ক্যাষ্ট্রল ব্রান্ডের ২৯,৭০০ মে.টন লুব্রিকেন্টস বাজারজাত করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিপিসি'র অধীন কোম্পানিসমূহের মধ্যে অত্র কোম্পানির বাজার অংশীদারিত্ব গড়ে ফুয়েল অয়েল খাতে (জেট ফুয়েল ব্যতিত) ৩৯.৩৮% এবং লুব্রিকেন্টস খাতে ৫৪.৫১%। জ্বালানী তেল গ্রহণ, মজুদ ও সরবরাহ কার্যক্রমে পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রধান স্থাপনায় ম্যানুয়েল সিস্টেমের পরিবর্তে ইতিমধ্যে আধুনিক “রাডার টাইপ অটো ট্যাংক গেজিং সিস্টেম” চালু করা হয়েছে। সমগ্র দেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে জ্বালানী তেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে কোম্পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একই সময়ে কোম্পানির জ্বালানী তেলের মজুদ ক্ষমতা ২.৫০ লক্ষ মে.টন পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে।

কোম্পানি বিগত ০৩ বছরে সরকারী কোষাগারে টাক্স, ভ্যাট ও কাস্টমস ডিউটি বাবদ মোট ৯৩৮.৫৮ কোটি টাকা জমা করেছে। কোম্পানি পরপর দু'বছর অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ কর বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জ্বালানী সেক্টরে ‘২য় সর্বোচ্চ’ আয়কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া কোম্পানি ICMAB Best Corporate Award প্রতিযোগিতায় ২০১৮ সনে বিবিধ ক্যাটাগরিতে ‘প্রথম স্থান’ এবং ২০১৯ সনে ট্রেডিং এন্ড এ্যাসেম্বলি ক্যাটাগরিতে ‘গোল্ড এওয়ার্ড’ অর্জন করে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

চাহিদা মোতাবেক মান সম্পন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্য জনগণের দোড়গোড়ায় সরবরাহ নিশ্চিত করাই কোম্পানির একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

তেল বিপণনের পাশাপাশি নিজস্ব অর্থায়নে কোম্পানির মালিকানাধীন অব্যবহৃত জমিতে বিভিন্ন আয়বর্ধক (Commercial) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ১৯ তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলমান। কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খুলনা জেলার মহেশ্বর পাশায় পুনঃবুদ্ধারকৃত ভূমিতে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনসহ ঢাকার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় নিজস্ব জমিতে ৪০ তলা বিশিষ্ট অফিস বিল্ডিং নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কোম্পানির মালিকানাধীন অন্যান্য জমিতে এ ধরনের আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে আধুনিক ও বিশ্বমানের মডেল ফিলিং স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কোম্পানির সকল কার্যক্রম অটোমেশন এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ‘ইআরপি সফটওয়্যার’ বাস্তবায়নাদি।

২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নতুন নতুন পেট্রোল পাম্প, এজেন্সি পয়েন্ট, প্যাক পয়েন্ট ডিলার ও লুব ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। ফলে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় আরো বৃদ্ধি পাবে;
- কৃষি, যোগাযোগ, শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে দেশব্যাপী ভেজালমুক্ত জ্বালানী তেলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- বর্ণিত অর্থ বছরে কোম্পানির উদ্যোগে বিপি এবং ক্যাষ্ট্রল ব্রান্ডের লুব্রিকেন্টস্ বাজারজাতকরণের ফলে পরিবহণ সেক্টর এবং কলকারখানায় মানসম্মত লুব্রিকেন্টস্ ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে ;

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

এবং

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-এর মধ্যে ২০২১ সালের জুন মাসের ৩০ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

